গাংনীতে মুদি দোকানের সামনে থেকে দুটি বোমা উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের চরগোয়াল গ্রামে দুটি বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকাল ৬টার দিকে গ্রামের ক্লাববাজার সংলগ্ন রহিদুল সুপার মার্কেটের কামরুজ্জামান লিপুর মুদি দোকানের সামনে থেকে লাল রঙের বোমা দুটি উদ্ধার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুমারীডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত এসআই কামরুজ্জামান।

পুলিশ জানায়, সকালে দোকানের সামনে ঝাড়ু দিতে গিয়ে লিপুর স্ত্রী লাল রঙের দুটি বোমা দেখতে পান। পরে তিনি মোবাইল ফোনে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে বোমা দুটি উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে ডুবিয়ে রাখে।

এ ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা জানান, প্রায় এক মাস আগে একই গ্রামের একটি দোকানের সামনে দুর্বৃত্তরা বোমা রেখে গিয়েছিল।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং উদ্ধারকৃত বোমা পানিতে রাখা হয়েছে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪

মেহেরপুরের গাংনীতে পুলিশের ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে ৪ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার রাত থেকে আজ সোমবার ভোর পর্যন্ত গাংনী থানা পুলিশ এ অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার হিজলবাড়ীয়ার আহম্মদ আলীর ছেলে

মোঃ সোহাগ হোসেন (৩১), গাড়াডোব পোড়াপাড়ার হাজিম উদ্দিনের ছেলে ফয়সাল জাহান শিশির (৩২), ২◌ং ওয়ার্ড শিশির পাড়ার মৃত জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে মোঃ আল-ইমরান (২০), খাসমহলের মোঃ জিল্লুর রহমানের মোঃ রাসেল হোসেন (২৩)।

গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে এ ধরনের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

গাংনীতে ৪৫ বোতল ফেনসিডিলসহ পাচারকারী আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিনব কায়দায় মোটরসাইকেল করে ফেনসিডিল পাচারকালে ৪৫ বোতল ফেনসিডিলসহ লিপন হোসেনকে আটক করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে জেলার গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান ব্রিক ফিল্ড বাজারের তিন রাস্তার মোড় থেকে মাদক পাচারকারীকে আটক করে পুলিশ।

আটক ৩৭ বছর বয়সী লিপন হোসেন কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার তেকালা পশ্চিমপাড়ার ফরজ আলীর ছেলে।

গাংনী থানা পুলিশের এসআই শিমুল বিশ্বাস এসব তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, আমরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি ছাতিয়ান ব্রিক ফিল্ড বাজার দিয়ে এক মাদক কারবারি ফেনসিডিল পাচার করছে। আমরা এমন সংবাদ পেয়ে সিভিল ড্রেসে আগে থেকেই অবস্থান করি। পরে ওই সড়ক দিয়ে একটি টিভিএস মেট্রো মোটরসাইকেল (গাড়ি নম্বর কুষ্টিয়া হ-১৩২৭৬০) যাওয়ার সময় ব্যারিকেড দিয়ে আটকাই এবং তল্লাশি চালিয়ে মোটরসাইকেলের সিট কভারের নিচে থরে থরে সাজানো ৪৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করি।

পাচারের কাজে ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি জব্দ করে আসামিকে গাংনী

থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

আটকের বিরুদ্ধে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

গাংনীর রংমহল সীমান্তে ৩ কেজি গাঁজাসহ তিনজন আটক

মেহেরপুরের গাংনীর রংমহল সীমান্তে ৩ কেজি গাঁজাসহ তিনজনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টার দিকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)।

আটককৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামের মৃত রইচ উদ্দিনের ছেলে মাসুদ রানা (৪০), তার স্ত্রী আনোয়ারা বেগম (৩২) এবং খাসমহল গ্রামের হকমান আলীর ছেলে লোকমান আলী (৩৫)।

বিজিবি জানায়, ভোর সাড়ে ৪টার দিকে রংমহল বিওপি’র সীমান্ত পিলার ১৩৭/৬-এস এলাকা থেকে প্রায় ২৫০ গজ ভেতরে খাসমহল নামক স্থানে হাবিলদার মোখলেছুর রহমানের নেতৃত্বে একটি দল বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ব্যাটারি চালিত ভ্যানে ৩ কেজি গাঁজাসহ তাদের আটক করা হয়। আটক আসামিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলাসহ গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পৃথক পতাকা বৈঠকে ২২

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

নির্বাচন কমিশন ও সংবিধান কমিশনের পক্ষ থেকে আমরা সংস্কারের প্রস্তাব করেছি ।

আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১ টার সময় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) আয়োজিত মতবিনিময় সভাশেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা ঐক্যমতে পৌছাতে পারবো। একটি সুষ্ঠ নির্বাচন হবে। তার মাধ্যমে একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।

এ সময় প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব ঐক্যমত সাংবাদিক মনির হায়দার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সুজনের গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক।

মতবিনিময় সভায় আরও বক্তব্য দেন, সুজনের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সৈয়দ জাকির হোসেন, গাংনী উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এএসএম সায়েম পল্টু, গাংনী টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভট্ট, বিএনপি নেতা আব্দাল হক।

এসময় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, সুজন, পিএফজি, নারী নেটওয়ার্ক, ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গারের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পানি নিষ্কাশনের অভাবে কয়েক হাজার বিঘা জমির ফসল পানির নিচে

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকারি খাল অবৈধভাবে দখল করে পুকুর খনন ও ভরাট করার খেসারত দিচ্ছেন এলাকার কয়েক হাজার কৃষক।সামান্য বৃষ্টি বা প্লাবনেই তলিয়ে গেছে ফসলি জমি। বিস্তির্ণ মাঠে মাসের পর মাস

জলাবদ্ধতার কারণে ৩ থেকে ৪ হাজার বিঘা জমি এখন অনাবাদি হয়ে পড়েছে। পানি নিষ্কাশন ও দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের দাবী জানিয়ে মানববন্ধন ও জেলা প্রশাসক বরাবর স্বারকলিপি দিয়েছেন কয়েক শত কৃষক। তবুও মিলছেনা সুরাহা। দ্রুত সময়ে পানি নিষ্কাশন না হলে, উঠতি ফসলও ঘরে তুলতে পারবেন না চাষিরা। তবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস উপজেলা প্রশাসনের।

স্থানীয়রা জানান, তৎকালিন সময়ে সাবেক প্রেসিডেন্টে জিয়াউর রহমান তেরাইল ও ষোলটাকা মৌজার মধ্যদিয়ে ভেদড়ী খাল খনন করেছিলেন। যে খাল দিয়ে গাংনী উপজেলার তেরাইল, মহব্বতপুর, বাদিয়াপাড়া, কামারখালি, ষোলটাকা ও সহড়াবাড়িয়া গ্রামের বিস্তীর্ণ মাঠের বৃষ্টির পানি নিস্কাশন হয়ে একটি খালে প্রবাহিত হতো। বিগত ১০/১৫ বছর যাবৎ এলাকার একটি প্রভাবশালী মহল সেই খালটি অবৈধ দখল করে অপরিকল্পিত পুকুর খনন করেছে। ফলে ওই মাঠের কয়েক হাজার বিঘা জমির পানি নিষ্কাশন বন্ধ হয়ে গেছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, বিস্তির্ণ ওই মাঠটিতে জমে আছে কোথাও হাটু আবার কোথাও গলা পানি। দিনের পর দিন জমে থাকা পানিতে তলিয়ে গেছে ফসলের ক্ষেত। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় ৬/৭ গ্রামের ওই মাঠের ধান, পাট, শাকসবজি থেকে শুরু করে নানা ফসল নষ্ট হচ্ছে বারবার। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এলাকার শত শত কৃষক। কৃষকরা বলছেন, লোকসানের বোঝা বইতে গিয়ে ঋণের ফাঁদে পড়ছেন তারা। “সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। “এ সমস্যা সমাধানে গত রবিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন ও জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন কৃষকরা। তারা দ্রুত মাঠের পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, খালটি দখলমুক্ত করে খনন এবং টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী কৃষকরা।

কৃষক আব্দুর রহমান বলেন, ৫ বিঘা জমি বর্গা নিয়েছি। ৩ বিঘা লাগানোর পর সেটা ডুবে গেছে, বাকী দুই বিঘা আর লাগাইনি। কৃষক জয়নাল আবেদীন বলেন, পানিতে সব ফসল ডুবে গেছে। এখন অনুপায় হয়ে ভাবছি এখন পরিবারের লোকজন কি খাবে?”

এলাকাবাসি জানান, “১০/১৫ বছর আগে এ্খানে খাল ছিল, সেই খাল দিয়ে পানি বের হতো। প্রভাবশালীরা দখল করে পুকুর কাটায় কৃষকদের জন্য এটি ক্ষতির কারণ হয়েছে।” খয়বার আলী বলেন, “ঋণ করে বর্গা চাষ করি, সেই ফসল ঘরে তুলতে পারিনি। ১০ বছর কোনো ফসল ঘরে তুলতে পারিনি।

বৃষ্টি হলেই জমি ডুবে যায়।“

স্থানীয়রা বলেন, ভেদড়ীর বিলের মুখটা মেরে দেওয়ায় পানির গতিপথ বন্ধ হয়ে এই মাঠ জলাবদ্ধতা তৈরী হয়েছে। এখনই যদি খাল খনন আর পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না করা হয়, তবে আগামী মৌসুমে কৃষকেরা ভয়াবহ সংকটে পড়বেন।”

গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, প্রাথমিকভাবে ঘটনাস্থলে যাওয়া হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখা হচ্ছে। সমাধানের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, আমি ওই মাঠে গিয়ে কৃষকদের সমস্যার কথা শুনেছি। দ্রুত সময়ের মধ্যে পানি নিষ্কাশন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে সাপের কামড়ে মাইশা আক্তার (৫) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের কল্যাণপুর মন্ডলপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

মাইশা আক্তার কল্যাণপুর গ্রামের এনামুল হকের মেয়ে।

স্বজন ও স্থানীয়রা জানিয়েছে, মাইশা আক্তার নিজ বাড়ির পাশের পুকুর পাড়ে খেলাধুলা করার সময় একটি সাপ তাকে কামড় দেয়। এ সময় মাইশা আক্তার কান্নাকাটি শুরু করলে প্রতিবেশীরা সাপে কামড়ের বিষয়টি বুঝতে পেরে দ্রুত গাংনী হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক এম কে রেজা জানিয়েছেন, ধারণা করা হচ্ছে শিশু মাইশা আক্তারকে বিষধর সাপে কামড় দিয়েছে। এ কারণে তার শরীরে দ্রুত বিষ ছড়িয়ে পড়ে। হাসপাতালে নেওয়ার পূর্বে তার মৃত্যু হয়।

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়ায় মসজিদ উন্নয়নকাজে অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া বিশ্বাসপাড়া জামে মসজিদের সংস্কার ও উন্নয়নকাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপি প্রকল্প থেকে মসজিদটির জন্য ৪ লাখ ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হলেও নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় মুসল্লি ও এলাকাবাসী।

অভিযোগ অনুযায়ী, ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দকৃত অর্থে দ্বীতল ভবনের বাহিরের অংশ প্লাস্টার, থাই গ্লাস, বারান্দার গ্রীল, চিলেকোঠার বিম তুলে ঢালাইসহ প্লাস্টার, দরজা-চৌকাঠ, বৈদ্যুতিক তার বসানো এবং পুরো ভবনের রং করার কথা থাকলেও এখনো অনেক কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, বরাদ্দের আনুমানিক ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার কাজ করে পুরো বিল তুলে নিয়েছেন। বিশেষ করে চিলেকোঠার সানসেটসহ বিম প্লাস্টার, দরজা-চৌকাঠ, বৈদ্যুতিক তার, গ্রীলের রং এবং বিল্ডিংয়ের সামগ্রিক রঙের কাজ বাকি রয়েছে। যার আনুমানিক মুল্য প্রায় ৯০ হাজার টাকা। এতে বরাদ্দকৃত অর্থের অপচয় হয়েছে বলে দাবি এলাকাবাসীর।

মসজিদ কমিটির সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার কাজের মধ্যে এখনো আনুমানিক ৯০ হাজার টাকার কাজ বাকি। আমরা চাই দ্রুত অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা হোক।

মসজিদ কমিটির ক্যাশিয়ার খাইরুল ইসলাম বলেন, আমাদের জানামতে, জুন মাসেই পুরো বিল উত্তোলন করা হয়েছে। অথচ প্রায় ৯০ হাজার টাকার কাজ এখনো বাকি। অসম্পূর্ণ কাজ রেখে কীভাবে পুরো বিল তোলা হলো এটি বড় প্রশ্ন। ঠিকাদারের সাথে যোগাযোগ করে বাকি কাজ করার তাগিদ দিলে তিনি গুরুত্ব দেয় নি। পরবর্তীতে কোন রকম যোগাযোগ নেই একদম লাপাত্তা।

ঠিকাদার খোকন মিয়া বলেন, কাজটি আসলে আক্তারুজ্জামান মাস্টারের কাছ থেকে নিয়েছি। রংয়ের কাজ করা হয়নি, চিলেকোঠার দরজা-চৌকাঠ সিডিউলে নেই বলে কাজ হয়নি। রংয়ের কাজ আর তার এই দুটো বাদে সব কম্প্লিট আছে তবে মসজিদ কমিটি চাইলে এগুলো করে দেওয়া যেতে পারে।

এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী রোকনউজ্জামান বলেন, আমি বাইরে আছি, বিষয়টি নোট করেছি। পরে জানাবো তবে এখন পর্যন্ত তিনি কিছুই জানাইনি।

এ ঘটনায় স্থানীয় মুসল্লি ও এলাকাবাসীর মাঝে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। তারা দ্রুত তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার দাবি জানিয়েছেন।

মুঠোফোনে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: আনোয়ার হোসেনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে ফোন রিসিভ না করায় মন্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

গাংনীর সাহারবাটী ইউনিয়ন ভূমি অফিসে নানা ভোগান্তি

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে আতিকুর রহমান যোগদানের পর থেকে বেড়েছে সেবা প্রত্যাশীদের হয়রানী বেড়েছে কয়েকগুণ। খাজনা পরিশোধের অনুমোদন না পেয়ে ভুমি মালিকদের ঘুরতে হচ্ছে দিনের পর দিন। এতে একদিকে যেমন মানুষের হয়রানী বেড়েছে,অন্যদিকে সরকার হারাচ্ছে রাজস্ব। অফিসে সাংবাদিক প্রবেশেও নিষেধাজ্ঞা দেন তহশিলদার আতিকুর রহমান।

সেবা প্রত্যাশীদের অভিযোগ নামজারী অনুমোদন নিতে হয়রানির শিকার সাধারণ মানুষ। এক সপ্তাহেও পাচ্ছে না অনুমোদন বা নাগরিক সেবা।

নামজারি রিপোর্টের জন্য ২০০ টাকা, ও হোল্ডিং খুলতে নেওয়া হচ্ছে ২০০ টাকা,নামজারি করে দেওয়ার নামে নেওয়া হচ্ছে ২ হাজার ৫০০ টাকা, ভুক্তভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার দুপুর ১২ টার সময় অফিসে

গেলে সাংবাদিক প্রবেশে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ নিয়ে যেতে হবে বললেন আতিকুর রহমান,অফিসের সব কাজ ফেলে রেখে তিনি মোবাইল ফোনে ব্যস্ত।

অভিযোগ সুত্রে জানা গেছে, ধর্মচাকী গ্রামের মৃত নজরুল ইসলামের ছেলে প্রবাস ফেরত সাইফুল ইসলাম জানান,আমি একটি হোল্ডিং খোলার জন্য দুই সপ্তাহ ধরে ঘুরছি, এছাড়াও আমি বিবিধ ১৫১/১৩/১৫০ নামজারী বাতিল পৃর্বক সংশোধনের জন্য ১ বছর ধরে ভুমি অফিসে ঘুরে ঘুরে অবশেষে ২৩/০৭/২০২৫ ইংরেজি তারিখে সহকারী কমিশনার ভূমি সাদ্দাম হোসেন সমস্ত কাগজপত্র দেখে উভয় পক্ষের শুনানি মোতাবেক নামজারী বাতিলের নির্দেশ দেন।

আদেশ পাওয়ার দুই মাস অতিবাহিত হলেও সহকারী ইউনিয়ন ভুমি কর্মকর্তা আতিকুর রহমান, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কর্মকর্তার নির্দেশ উপেক্ষা করে আমাকে আজ কাল করে হয়রানি করে আসছ, আমি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি।
ভুক্তভোগী ধর্মচাকী গ্রামের অসহায় প্রতিবন্ধী শামসুল ইসলাম জানান, আমি তিন মাস ধরে এই অফিসে ঘুরছি আমার কাছ থেকে নামজারির জন্য আড়াই হাজার টাকা নিয়েছে এই অফিসের লোকজন, তিন মাস পরে এসে বলছে আপনার কাজ হয়নি বলে হয়রানি করছে।

আমি প্রতিবন্ধী,চলতে পারিনা তাও আমাকে ঘুরাইতেছে। তিনিও উপজেলা প্রশাসনের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, ভুমি অফিসে সেবা নিতে আসা চৌগাছা গ্রামের একজন দলিল লেখক নজরুল ইসলাম জানান, আমি জমির খাজনা দেওয়ার জন্য অনলাইন করেছি, শুধু অনুমোদন নিতে এক সপ্তাহ লাগবে, বললেন আতিকুর রহমান। সাত দিন পরে অফিসে যাওয়ার পরামর্শ দেন।এভাবেই চলছে ভূমি সেবা।, ভুক্তভোগীরা জানান,আসলে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এ কারণেই দুর্নীতি বেশি হচ্ছে। জনগণের টাকায় বেতন নিয়ে জনগণকে হয়রানি করছে। এই ঘটনা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ করেন তারা।

উপজেলা জোড়পুকুরিয়া গ্রামের কৃষক এনায়েত আলী জানান,আমি হোল্ডিং খোলার জন্য এর আগে দুই দিন অফিসে এসেছি হয়নি, আজকেও এসেছি আতিকুর রহমান বলছে, পরে আসেন সিরিয়াল মোতাবেক হবে এই বলে আমাকে বের করে দিয়েছে দেখা যাক কি হয়, আজ না হলে আবারো আশা লাগবে, এভাবে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে। এর আগে হোল্ডিং খুলতে ২০০ টাকা, নামজারীর রিপোর্ট দেওয়ার জন্য ৩০০ টাকা করে নিতো।

আজকে কত নিবে জানিনা।

নামজারী অনুমোদন, খাজনার রশিদের জন্য অনুমোদন, নিতে হয়রানি করা হচ্ছে সাংবাকিকের এমন প্রশ্নের জবাবে ইউনিয়ন ভুমি সহকারী কর্মকর্তা আতিকুর রহমান বলেন, আপনাদের অফিসে ঢোকার পারমিশন কে দিয়েছে,? ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ নিয়ে তারপর অফিসে আসবেন,তখন কথা বলবো। তথ্য নিতে গিয়ে এমন বিড়ম্বনায় পড়েন গাংনীর দুই সাংবাদিক।

হোল্ডিং খোলা হচ্ছে না হয়রানি করা হচ্ছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আপনারা এসিল্যান্ডের সাথে যোগাযোগ করেন। বার বার অনিয়মের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোন কথা বলতে রাজি হননি বরং সাংবাদিকদের সাথে খারাপ আচরণ করেন।

এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বললেন, আমি একটি মিটিংয়ে রয়েছি পরে কথা হবে।